Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.42-49
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কোড়া জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অমিত কুম্ভকার
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া

Abstract:

*India is an ethnically diverse country. In India since prehistoric times various indigenous peoples living here as an integral part of Indian society with their rich cultural heritage. Each of them developed their own language, culture and way of life. According to the 2011 census India has more than 104 million tribal who constitute 8.6 percent of the total population of India. A total of 705 distinct tribes reside in India, home to the largest tribal communities in world. The **'Kora'** is one of the major tribal community in India especially they are the inhabitants of four eastern states of India, namely Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal. Like many other tribal communities, the Kora had their own distinct culture, customs, rituals and way of life. However, in comparison to other tribal groups, the Kora have received relatively little research attention to the scholars. According to 2011 census total numbering Kora population is 2,46,598. Kora is the 5th largest tribal community in West Bengal. According to 2011 census the total population of Kora is 1,59,404 who constituted 3.2% of the total tribal population of the state. The majority of Kora in West Bengal are found in the districts of Bankura, Birbhum, Bardhaman, Hooghly, Paschim Medinipur and Purulia. However over a long period of time their culture and lifestyle were merged in the mainstream Hindu society. At present under the pressure of globalisation and modernity they are changing rapidly. This historical research paper focuses on the Koras life and culture and their relationship to mainstream Hindu society with special reference to West Bengal.*

Keywords: West Bengal, Kora community, origin, ethnicity, Socio cultural life, changing lifestyle.

ভারত নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এক দেশ। এখানে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর আগমনে ও সংমিশ্রণে ভারতীয় সমাজ খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় সমাজের এক পৃথক ও অনন্য ঐতিহ্য হল, এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠী সমূহ। সুদীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে এই সমস্ত জনজাতি ভারতীয় সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এখানে বসবাস করে আসছে। এরা ভারতীয় ভূখণ্ডের মূল আদিবাসী, কিন্তু ইতিহাসের কাল স্রোতে এরা আজ ভারতীয় সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশরূপে সমধিক পরিচিত। ভারতীয় সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে আদিবাসী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপাদান গুলি যেভাবে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে তা পৃথকভাবে নির্ণয় করা খুব কঠিন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক 'ডি. ডি. কোসাম্বি'-র মতে, "ভারত ইতিহাসের সমগ্র পর্যায়ে দেখা যাবে উপজাতিক উপাদানগুলি একটা সাধারণ সমাজের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে যার প্রমাণ নিহিত রয়েছে জাতিভেদ এর মধ্যে"।[১] এখানে তিনি সংমিশ্রিত ভারতীয় সমাজের কথা উল্লেখ করছেন এবং জাতিভেদ প্রথার মধ্য দিয়ে আদিবাসী ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের বসবাসকারী মোট আদিবাসী জনসংখ্যা হল ১০৪.৩ মিলিয়ন যা সমগ্র জনসংখ্যার হিসেবে ৮.৬শতাংশ।[২] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমানে ভারতে মোট ৭০৫ টি জনজাতি গোষ্ঠীর নাম নথিভুক্ত রয়েছে যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়েছিটিয়ে নিজস্ব ও পৃথক জীবন প্রণালী ও সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করছে।[৩] প্রাক-উপনিবেশিক পর্ব পর্যন্ত এই সমস্ত জনজাতি দের নিয়ে বিবরণ খুব অল্প। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এদের নিষাদ, অসুর ও পঞ্চম জাতি হিসেবে এদের উল্লেখ রয়েছে তবে মূল ইতিহাসে

এদের স্থান খুব অল্প। উপনিবেশিক সময় থেকে উপনিবেশিক সরকার ও তাদের পৃষ্ঠপোষক পন্ডিত, গবেষকরা এই জনজাতিদের নাম নথিভুক্তকরেন ও গবেষণা চর্চা শুরু করেন যদিও তা সম্পূর্ণ তাদের শাসনকার্যেরসুবিধার্থে।[৪] স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জনজাতিদের নিয়ে অনেক বিদেশি ও দেশীয় পন্ডিত এবং গবেষকরা গবেষণা চর্চা শুরু করেন যার ফলে এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর সমূহের অনেক পরিচয় উঠে আসে তবে তুলনামূলকভাবে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, ও গণ্ড-দের নিয়ে ব্যাপক চর্চা ও গবেষণা হলেও 'কোড়া' জনজাতিদের নিয়ে সেই চর্চা ও গবেষণা অবকাশ রয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ, পন্ডিত ও গবেষকরা কোড়াদের নিয়ে খুবই অল্প আলোচনা করেছেন। এই ঐতিহাসিক গবেষণা প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী কোড়া জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোড়া জনজাতির ভৌগোলিক বিস্তার ও জনসংখ্যা : কোড়া-রা ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অন্যতম আদিম জনজাতি। কোড়া-রা মূলত পূর্ব ভারতের বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে এছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতে আসাম, ত্রিপুরা রাজ্যেও এদের কিছু জনসংখ্যা রয়েছে। এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত বর্তমান নেপাল ভুটান ও বাংলাদেশে কোড়া জনজাতির দেখা পাওয়া যায়। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের মোট কোড়া জনজাতির জনসংখ্যা হল ২,৪৬,৫৯৮,জন।[৫] তবে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে এদের জনসংখ্যা অনেক বেশি। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যা হল ১,৫৯,৪০৪ জন, যা পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র আদিবাসী জনসংখ্যার ৩.২ শতাংশ।[৬] পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতে কোড়া সম্প্রদায়ের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। কোড়া-রা পশ্চিমবঙ্গের মূলত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মালদা জেলাতে বসবাস করে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে যে সমস্ত প্রশ্নগুলি এই জনজাতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলি হল: i) কোড়া কারা? এদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় কি? ii) কোড়া-রা কি এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা? iii) কোড়াদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থান কোথায়? তারা কি সমাজের মূল স্রোতের দিকে অগ্রসর মান? iv) বিশ্বায়ন ও আধুনিকতা তাদের জীবনে কতখানি পরিবর্তন নিয়ে এসেছে?

কোড়া জনজাতির আদি বাসভূমি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : কোড়া জনজাতির আদি বাসভূমি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এমনকি এনিয়ে নৃতত্ত্ববিদ ও গবেষক মহলে বিতর্ক রয়েছে। তবে এখানে এই বিষয়টি পর্যাপ্তভাবে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ ও গবেষকদের মতামত এবং বক্তব্যগুলোকে একদিকে যেমন তুলে ধরা হয়েছে আবার পাশাপাশি ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যও ব্যবহার করা হয়েছে। কোড়াদের সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায় তাদের বংশ পরম্পরায় প্রবাহমান সমবেত সংগীত তথা ঝুমুর গানের মধ্যে দিয়ে, সমবেত গানটি যা মূলত মৌখিক পরম্পরায় রক্ষিত আছে। গানের বক্তব্যটি তুলে ধরা যাক:

"পরোয়া করিনে উঁচু জাত পাত, পদসেবা কারো করবো না
নোয়াবোনা মাথা, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় নাগপুর নয় চলে যাব
সাথে নেব ঝুড়ি কোদাল গাইতি খড়্গপুরে তুলব বসতি
বাটি বাটি মদ ছেলে আর বড় মাথা উঁচু করে থাকবো।"[৭]

এই গানের মধ্য দিয়ে এদের জীবনযাত্রার বেশ কিছু দিক উঠে আসে, একদিকে যেমন স্বাধীন মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়, অপরদিকে আবার তাদের প্রাচীন বসতি নাগপুর এর উল্লেখ এখানে স্পষ্ট। এখানে নাগপুর বলতে ছোটনাগপুর এর ইঙ্গিত রয়েছে। তবে কবে? কেন? তাদের এই অভিবাসন তা স্পষ্ট নয়, কিন্তু এখানে খড়্গপুরে কাজ করার ইঙ্গিত রয়েছে যা মূলত উপনিবেশিক সময় রেলপথ বিস্তারের কাজে যুক্ত হওয়ার কথা তারা উল্লেখ করছে। তবে এটা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার নেই যে উপনিবেশিক সময়েই একমাত্র এই অভিবাসন। এ প্রসঙ্গে এই জনজাতির একজন প্রতিনিধি তার স্বরচিত ছড়া কবিতার মাধ্যমে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তা হল যে, "আবু গেতং আদিম জাতি, নাগপুরী কড়া জাতি"।[৮] এখানে তিনি কোড়া-দের এক আদিম জনজাতি হিসেবে তুলে ধরেছেন যারা ছোটনাগপুর অঞ্চলে বসবাস করতেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ছোটনাগপুর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সুদীর্ঘ অতীত থেকে আদিম জনজাতির বসতি গড়ে উঠেছিল এবং একথা এখানে বসবাসকারী বৃহৎ জনজাতি গোষ্ঠী তথা সাঁওতালদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[৯] কোড়াদের আদি বাসভূমি সম্পর্কে আরো তথ্য রয়েছে, এ প্রসঙ্গে এই জনজাতির একজন ব্যক্তি জানান যে, তাদের সামাজিক পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠান তথা 'শালুইহুলা' পালন করার সময় মুন্ডারী ভাষা যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় সেখানে আদি বাসভূমি হিসেবে নাগপুর অঞ্চল কে স্মরণ করা হয়, যা

তাদের ঐতিহ্যশীল বাসভূমির কথা তুলে ধরে।[১০] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই মৌখিক তথ্যগুলো কোড়া-দের আদি বাসভূমি ও ঐতিহ্যবাহী বসতি হিসেবে ছোটনাগপুর অঞ্চল কে তুলে ধরে, তবে এ ব্যাপারে কোন লিখিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

কোড়া জন জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় তুলে ধরার জন্য প্রথমে এই জনজাতির জাতিগত শ্রেণীবিন্যাস তুলে ধরার চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নৃতত্ত্ববিদ 'বিরজা শঙ্কর গুহ' ভারতের আদিবাসীদের মূলত তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন।[১১] i) আদি অস্ত্রাল: আদি অস্ত্রাল গোষ্ঠীর মানুষের বিস্তার অস্ট্রেলিয়া থেকে মালয় উপদ্বীপ, পলিনেশিয়া, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ তৎসহ শ্রীলঙ্কা। এদের আকৃতি খর্ব, দীর্ঘ মুন্ডু, প্রশস্ত নাসা, কৃষ্ণকায়, চক্ষু তারার আকৃতি বাদামি। ii) মঙ্গোলীয়: হিমালয় অঞ্চলে বসবাসকারী বিশেষত উত্তর হিমালয়ে বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহ এই জাতি শ্রেণীবিন্যাস অন্তর্ভুক্ত। iii) নেগ্রিটো: আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমূহের জনগোষ্ঠী, অসমের নাগা সম্প্রদায়ে, কেরলের কেদার সম্প্রদায় এই জাতি শ্রেণীবিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত। এখন প্রশ্ন হল, কোড়া জনজাতি এই জাতি শ্রেণীবিন্যাসে কোন ভাগে অন্তর্ভুক্ত? নৃতত্ত্ববিদ 'শরৎ চন্দ্র রায়' তার বিখ্যাত গ্রন্থ '*The Oraons of Chhotonagpur*'-তে উল্লেখ করছেন, "A number of Oraons now living in the eastern parts of Ranchi district, and in the adjoining district of Manbhum, are known as Modis and sometimes as the name Kora. The name Modi, name Kora, has reference to their skill in working in earth, such as, raising embankments, mud-walls etc.. In this way, different occupations followed by the Oraons in different localities have secured them from their neighbours different names , and have in some cases created and in others, as in the case of Modis, are on the way of creating different sub-sections of the same tribe among whom inter-marriage is no longer permitted".[১২] তিনি ওঁরাও-দের সঙ্গে কোড়া জনজাতির সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এবং ওঁরাও-দের একটি বিচ্ছিন্ন শাখা হিসেবে এই জনজাতিকে তুলে ধরেছেন। অবশ্য এই মন্তব্যের স্বপক্ষে তিনি উপযুক্ত তথ্য ও যুক্তি দিতে পারেননি, যদিও ওঁরাও জনজাতি জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের দিক থেকে আদি অস্ত্রাল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তবুও ওঁরাও-দের সঙ্গে কোড়া জনজাতির ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মিল নেই। অন্যদিকে আবার এ প্রসঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ 'অতুল সুর' মনে করেন বাংলার আদিবাসী মানুষের মধ্যে আদি অস্ত্রাল জাতি শ্রেণীবিন্যাসের প্রভাব লক্ষণীয় এবং কোড়া-দের তিনি আদি অস্ত্রাল গোষ্ঠীর লোক হিসেবে দেখেছেন।[১৩]

এ বিষয়ে 'রিজলে সাহেব' মনে করেন, "The Koras are a Dravidian caste of earth-workers and cultivators in Chhotonagpur, Western and Central Bengal, probably, an offshoot from the Munda tribe. The Koras of Manbhum and Bankura have well marked totemistic clans of the same as Mundas, and the latter admit that some sort of affinity may at one time have been recognised. The Koras of Santal parganas claim to have come from Nagpu".[১৪] রিজলে সাহেবের বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ এবং দেখা যায়, জাতি শ্রেণীবিন্যাসে মুন্ডারা আদি অস্ত্রাল গোষ্ঠীর লোক এবং মুন্ডাদের সঙ্গে কোড়াদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মিল ব্যাপক। তবে রিজলে সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে তার বক্তব্যের মধ্যে অসংগতি রয়েছে, কারণ দ্রাবিড় কোন নরগোষ্ঠীর নাম নয়, পন্ডিত মহলে তা ভাষা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক 'নীহাররঞ্জন রায়'-এর বক্তব্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তার মহাগ্রন্থ '*বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব*-তে উল্লেখ করেছেন, বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভেতর যে জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি নরতত্ত্ববিদরা তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন আদি অস্ট্রেলীয়,তারা মনে করেন যে এই জনগোষ্ঠী এক সময় মধ্যভারত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ভারত, সিংহল হইতে একবারে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, মোটামুটিভাবে ইহাদের দেহ বৈশিষ্ট্যের স্তরগুলি ধরা পড়ে ভারতবর্ষে বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, সিংহলের ভেড়াদের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, এই তথ্যই বোধ হয় আদি-অস্ট্রেলীয় নামকরণের হেতু যাইহোক মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসীরা যে খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ মুণ্ড, প্রশস্ত নাসা, তারা কেশবাদামি এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের বংশধর এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিম ভারতে এবং উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশেতে সব লোকের স্থান হিন্দু সমাজের প্রান্ততম সীমায় তাহারা মধ্য ভারতের কোল, ভিল, খারওয়ার, মুন্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ি প্রভৃতি লোকেরা, দক্ষিণ ভারতের চেপে, কুরুব প্রভৃতি লোকেরা সকলেই আদি অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোক। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে বর্তমান বাংলাদেশের বিশেষত রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, মালপাহাড়ি, কোড়া প্রভৃতি আদিবাসীরা আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও সম্পৃক্ত।[১৫] কোড়া জনজাতির মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রভাব লক্ষণীয়, অতএব জাতি শ্রেণীবিন্যাসের দিক থেকে এই জনজাতি আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

এবার কোড়া জনজাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বোঝার জন্য Ethno-Linguistic perspective থেকেবিষয়টি আলোচনা করব। পণ্ডিতেরা আদিবাসীদের ভাষাগত শ্রেণিবিন্যাসের মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা: অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী, তিব্বতীয়-চৈনিক ভাষাগোষ্ঠী, দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠী, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী।[১৬] কোড়া জনজাতির ও নিজস্ব পৃথক ভাষা রয়েছে যা কোড়া ভাষা নামে পরিচিত। পণ্ডিতেরা এই ভাষাকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন, আরো স্পষ্ট করে বললে মুন্ডা ভাষা পরিবারের একটি শাখা হিসেবে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে 'অশোক কুমার জানা' মনে করেন "The term Kora might have also been derived from the word Kora which means small or little. Possibly the Santal on the Hor group in the historical past considered a section of their own group as inferior most of them had a lower status and rank by engaging themselves in earthwork"।[১৭] তবে এই বক্তব্য পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয় , কারণ এই জনজাতি সাঁওতালদের একটি বিচ্ছিন্ন শাখা হিসেবে পরিচিত নয়। এ প্রসঙ্গে 'দুঃখ ভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়' উল্লেখ করেছেন, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশের এবং পুরুলিয়া জেলার কোড়া সম্প্রদায় 'মুদি' নামে পরিচিত। তিনি আরো বলেন যে, মুদি শব্দটি মুন্ডা বা মুন্ডারী থেকে উৎপন্ন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মুন্ডারী ভাষা পুত্রকে বলা হয় কোড়া। অতএব 'মুদি কোড়া' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় 'মুন্ডারী পুত্র'। তিনি মুন্ডা উপজাতির শাখা-প্রশাখা ভাষাগুলির তথা-মুন্ডারী, সাঁওতাল, কোড়া, খেরিয়া সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে কোড়া ভাষার সঙ্গে অন্যান্য পরিবারের ভাষাগুলির ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে তবে এক্ষেত্রে শব্দগত সাদৃশ্য অনেক বেশি কিন্তু বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য লক্ষণীয় এবং এই পার্থক্যের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে সাঁওতাল সম্প্রদায় দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাদের উন্নত জীবন প্রণালীর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব পৃথক ঐতিহ্যগুলো নির্মাণ করেছেন কোড়া জনজাতির ক্ষেত্রে তা হয়নি, তাই কোড়া সম্প্রদায় মুন্ডা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও তারা পৃথক ঐতিহ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে।[১৮] সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কোড়া জনজাতি ভারতের একটি আদিম বসবাসকারী জনজাতি যারা জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের দিক থেকে আদি অস্ত্রাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

কোড়া জনজাতির প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান : অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের গহন অরণ্য ও পার্বত্য দেশে এই সুপ্রাচীন কোড়া জনজাতি বসবাস করত। সময়ের স্রোতে তারা ছোটনাগপুর অঞ্চল কে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছিল তাদের মানব বসতি ও ঐতিহ্য। এখানে তারা দীর্ঘদিন ঐতিহ্যশীলভাবে বসবাস করেছে এবং পরে ক্রমশ অন্যান্য প্রান্ত সীমায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ মূলত পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী কোড়া জনজাতির প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের যে ভৌগোলিক সীমা তা অতীতে ছিল না, প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন ভূখণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল যথা- রাঢ়, বরেন্দ্র পুন্ড্রবর্ধন, বঙ্গ হরিকেল গৌড় প্রভৃতি।[১৯] যদিও রাঢ় ছাড়া অন্যান্য নাম গুলি আজ প্রচলিত নয়। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে এই ভূখণ্ডগুলোর বিশেষ করে রাঢ়ভূমি অতি প্রাচীন।[২০] প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ধারক ও গ্রাহক বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠী সমূহের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা এখানে লক্ষ্য করা যায়, এমনকি বর্তমানে এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীসমূহ জীবন প্রণালী ও সংস্কৃতির মধ্যে সেই ধারা এখনো চোখে পড়ে। সুদূর অতীতে এখানে যে প্রাগৈতিহাসিক মানব সংস্কৃতির উদ্ভব বিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছিল তার প্রমান অনেক এবং বিভিন্ন জনজাতি মানুষজন এই মানব বসতি বিস্তার ঘটেছিল।[২১] এ প্রসঙ্গে 'পরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত' মন্তব্য করেছেন যে, সুদূর অতীতে শুশুনিয়া পাহাড়ের চারপাশের বলয়ভূমিতে এবং গন্ধেশ্বরী, ধনকোড়া, বাঁকাজোড়, হাড়োকা, আমাগোড়া ইত্যাদি স্রোতস্বতীর তীরে একদা বিরাজিত এই মানব সংস্কৃতি প্রকৃতই এশিয়া ইউরোপ এবং আফ্রিকায় বিরাজিত প্লাইস্টোসিন অথবা কোয়াতেরনারি যুগের বিভিন্ন সুপরিচিত পত্নামীয় জীবনধারার সঙ্গে তুলনীয়।[২২] প্রত্নতত্ত্ববিদ 'রুপেন কুমার চট্টোপাধ্যায়' এ প্রসঙ্গে অনেক প্রাগৈতিহাসিক মানব বসতির নিদর্শন তুলে ধরেছেন।[২৩] যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীও এখানে অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের বসবাসের নিদর্শনের কথা তুলে ধরছেন। তার মতে, রাঢ়ের আদিম অধিবাসীরা প্রথমে অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর লোক ছিল নৃতত্ত্বের পরিভাষায় এই জনগোষ্ঠীকে আদি অস্ত্রাল নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অসুর নিষাদ জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে যে সকল উপজাতি বসবাস করছেন তাদের অধিকাংশই অস্ত্রাল গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, লোহার, ভূমিজ প্রভৃতি উপজাতি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[২৪] অসুর সংস্কৃতির পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে বাঁকুড়ার গ্রাম নামে যেমন অসুরাল, হেত্যাসুর হাট, অসুরিয়া অপুরগেড়ায় অসুরদা। এই সংস্কৃতিতে প্রকৃতি বন্দনাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যেমন আম বিহা , মহুলবিহা প্রভৃতি। অসুর সংস্কৃতির অন্তর্গত ঠাকুরের চালচিত্র ভাই ফোটা, অন্নপ্রাশন, পৌষ পার্বণ, নবান্ন, কাথা ব্রত, শ্রাদ্ধ-বিবাহে হাঁড়ি-ডমদের নিমন্ত্রণ, পাতানাচ-নাচনি , জাওয়া

করম বাঁধনা, শলই, জাহের, ভুতপ্রেত, ঝাড়ফুঁক, সমাধি, বৃষ কাঠ, দাঁতন কাঠি, পিণ্ডদান, জলচান, খুঁজোলপিজোল, নৃত্য টোটেম পুজো, স্বর্গবাতি জীবজন্তুর পুজো ইত্যাদি।[২৫] ঐতিহাসিক বিবর্তনে এখানকার সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠীগুলি ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে হাজারিবাগ- সেরাইকেল্লা হয়ে ময়ূরভঞ্জের উচ্চ উপত্যকায় আসে। তারপর তারা ঝাড়গ্রাম, শিলদা, বাঁশপাহাড়ী, বিনপুরের জঙ্গলমহলগুলির মধ্য দিয়ে কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, দামোদর নদ- বিধৌত নিম্ন উপত্যকায় উপস্থিত হয়। উক্ত জায়গা থেকে তারা দক্ষিণ বাঁকুড়ার রাইপুর, খাতড়া, মানভূম, বরাহভূম, শিখরভূম অঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসে। এই সমস্ত কৌমগুলি কাঁসাই নদীকে কেন্দ্র করে তাদের প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারার পত্তন করেছিল।[২৬] এইসব গভীর অরণ্যে ছোট ছোট উপজাতি বাস করত যারা যাযাবর মানসিকতা ছেড়ে অরণ্যের জমি হাসির করে কৃষি কাজ শুরু করেছিল এভাবেই একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। এভাবেই রাঢ় অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে উঠেছিল যেমন তৃণভূমি , ধলভূম , ব্রাহ্মণ ভূম, আদিত্য ভূম, সেনভূম, শিখরভূম, মানভূম, সামন্ত ভূমি, প্রভৃতি।[২৭] এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে স্বাধীন জনজাতির সর্দার ছিল এবং সর্দারদের অধীনে ছিল এদের সমাজব্যবস্থা এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে কোড়া জনজাতির বসবাস ছিল এ প্রসঙ্গে রিজলে সাহেব জানাচ্ছেন যে একসময় কোড়া রা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল যেমন ধলো, মালো, শিখরিয়া, সোনা রেখা ইত্যাদি তিনি আরো বলেন যারা ধলভূম থেকে এসেছিল ধলো, মানভূম থেকে যারা এসেছিল তারা মালো, শিখর অঞ্চল থেকে যারা এসেছিল তারা শিখরিয়া সুবর্ণরেখা নদীর পাশাপাশি অঞ্চল থেকে যারা এসেছিল তারা সোনা রেখা নামে পরিচিত।[২৮] যদিও বর্তমানে এই ধরনের ভাগগুলি আজ প্রচলিত নয়, দীর্ঘসময়ের ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে কোড়া জনজাতির মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'রথীন্দ্র মোহন চৌধুরী' বলেছেন এই যাযাবর উপজাতি জনগোষ্ঠী ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে উৎপাদন বন্টনের অসম ধারায় এর বিভাজন ঘটে এবং তা মোকাবিলা করার ব্যবস্থার মধ্যেই জনগোষ্ঠীর বিভাজন শুরু হলে একটি স্তর হিন্দুকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে শাসনের অধিকার সিদ্ধ করার জন্য একটি স্তর বর্ণগোষ্ঠীর পুরোহিত গোষ্ঠীর সাহায্যে নিজেদের রাজপুত ক্ষত্রিয় দাবী করে এবং তার স্বীকৃতিও মিলে যায় এবং এভাবেই কৌম সর্দার তন্ত্র রাজপুত ক্ষত্রিয় রাজতন্ত্র বিবর্তিত হয়।[২৯] কোড়া জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে তাদের নিজস্ব গ্রাম সংগঠন গড়ে তুলেছিল। এই গ্রাম সংগঠনের দুটি স্তর ছিল যথা গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েত। সাঁওতালদের সঙ্গে এই গ্রাম সংগঠনের পার্থক্য বিদ্যমান। সামাজিক সমস্যা সমাধান ও উৎসব সংক্রান্ত বিষয়ে এই গ্রাম সংগঠন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যিনি 'মাহাতো' নামে পরিচিত, 'পারমানিক' ও বার্তাবাহক 'গোড়াইত' এবং পঞ্চায়েত সদস্য সাহায্যকারী একজন সদস্য যিনি 'নেকি' নামে পরিচিত। অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধান 'পাঁড়ে' নামে পরিচত। 'ছেঁড়িদার' যিনি মন্ত্রণাদাতা এবং 'এইনমড়ল' তিনি অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক।[৩০] উপনিবেশিক শাসনের অভিঘাত এই গ্রাম সংগঠন উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে এছাড়াও উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে সমসাময়িক রাজনৈতিক স্রোত এই গ্রাম সংগঠনকে একবারেই ধুয়ে মুছে দেয় বিশেষ করে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানে। কোড়া-দের সমাজ অর্থনীতি ও সংস্কৃতি এই রাঢ় অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠে।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব: উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো এই জনজাতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে তাদের বননীতি, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এই জনজাতির সমস্ত সমাজ কাঠামো ভেঙে চুরমার করে দেয় তাদের জমি ও জঙ্গলের উপর অধিকার নষ্ট হয়ে পড়ে। জমি ও জঙ্গলের উপর অধিকার হারিয়ে তারা ভূমিহীন শ্রমিকের পরিণত হয় এবং ধারাবাহিক জীবনযাত্রা নষ্ট হয় এবং উপনিবেশিক সময় পর্বে বিভিন্ন দুর্ভিক্ষের কবলে তারা পরে।[৩১] উপনিবেশিক সরকার তাদের স্বার্থ পূরণ করার জন্য এই জনজাতি দেন চা বাগিচা, কয়লা উত্তোলন, রেলপথ নির্মাণ, খাল খনন, প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত করেন এবং জোর করে চূড়ান্ত অত্যাচার করে তাদের বাধ্য করা হয় এই সমস্ত কাজ করতে। এ প্রসঙ্গে 'তরুণ দেব ভট্টাচার্য' উল্লেখ করছেন যে বেগারদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল কোড়া উপজাতির লোক। তাদের জোর করে সব দিতে বাধ্য করা হতো। তিনি তুলে ধরেছেন যে- 'হাতে করে বেতের বারি তাড়াতাড়ি মারে পিঠে বেতের ভয় যত কোড়া চতুর্দিকে ছোটে'।[৩২] এছাড়াও উপনিবেশিক সরকার রানীগঞ্জ, ঝরিয়া খনি এলাকাগুলোতে কয়লা উত্তোলনের কাজে ব্যাপকভাবে আদিবাসী শ্রমিকের ব্যবহার করে।[৩৩] অবশ্য এই জনজাতিরাও উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় যা ইতিহাসে চুয়াড় বিদ্রোহ ,সাঁওতাল বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। তবে উপনিবেশিক সরকার ক্ষমতা ও অস্ত্রের জোরে এদের দমিয়ে রাখতে সম্ভব হয়।[৩৪]

স্বাধীনতা-উত্তর সময় কোড়া জনজাতির আর্থ-সামাজিক জীবন: উত্তর ঔপনিবেশিক কোড়া জনজাতির জীবন প্রণালী ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৬ সালে তাদের আদিবাসী তালিকাভুক্ত করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁরা

যথেষ্ট এগিয়ে আসতে সম্ভব হয়েছে দেখা যায় ২০০১ সালে আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ৪৩ শতাংশ স্বাক্ষর। যদিও মহিলাদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার অনেকটা কম প্রায় ২৯ শতাংশ।[৩৫] তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও এই জনজাতির জীবনে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের এই আদি বাসিন্দারা আজও দারিদ্র্যসীমার নিচে গৃহহীন শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষেবা হয়ে জীবন যাপন করছেন। সরকারিভাবে এরা সংরক্ষিত হলেও আজও এদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম ফলে তারা ব্যাপকভাবে কাজের সন্ধানে শ্রমিক হিসাবে ভিন রাজ্যে যাত্রা করছেন। শিক্ষার হার ও সুযোগ খুব কম পাওয়ায় এরা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এখনো ভূমিহীন শ্রমিক হিসাবে জঙ্গলের পাতা কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি বাড়ি নির্মাণের কাজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। সরকারি সুযোগ সুবিধা গুলো তারা ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারেনি ফলে তারা আরও আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে 'ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে' প্রশ্ন তুলেছেন স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এই জনজাতি জাতীয় জীবনে সেরকম কোনো সুফল আসে নাই। সরকারি ও সামাজিক দিক থেকে এরা এখনও অবহেলিত।[৩৬]

বর্তমান বিশ্বায়িত অর্থনীতিও আধুনিকতা আদিবাসী জনজাতির জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। পণ্ডিতেরা সেই আমূল পরিবর্তনকে বোঝার জন্য 'সভ্যতার পরিবর্তন' কথাটি উল্লেখ করছেন। আদিবাসী জীবনে এই পরিবর্তন ব্যাপক ও গভীর কারণ কৌম ভিত্তিক সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে আধুনিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে যার ফলে পুরনো ও ঐতিহ্য সমাজ কাঠামো অর্থনীতি নর-নারীর সম্পর্ক বিশ্বাস আচরণও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরিবর্তন এসেছে যা আদিবাসী জীবনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মাত্রা রয়েছে।[৩৭] কোড়া জনজাতির জীবনেও এই আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাদের কৌম ভিত্তিক সমাজ কাঠামো ও গ্রাম সংগঠন আজ অবলুপ্তির পথে, তারা ক্রমশ আধুনিক মূল স্রোত রাজনীতি ও প্রশাসনের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী, যৌথ শ্রম ভিত্তিক কাঠামো ভেঙ্গে আধুনিক ব্যক্তি কেন্দ্রিক কাঠামোতে পরিবর্তন হয়েছে। কোড়া সমাজে নর-নারী সম্পর্কের ক্ষেত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, এক্ষেত্রে নারীদের মর্যাদাও অধিকার যথেষ্ট অবক্ষয় হয়েছে নারীদের উপর সামাজিক নির্যাতন বেড়েছে। প্রাথমিকভাবে ক্ষেত্র সমীক্ষা লক্ষ্য করা গেছে যে অনেক নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তবে অবশ্য সামাজিক কারণে এ কথা অনেকেই স্বীকার করতে রাজি হয়নি।[৩৮] কোড়াদের ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবীর ক্ষেত্র যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোড়া-দের ঐতিহ্যশালী দেবদেবী হলেন গ্রামদেবতা গড়াম ও বনদেব তারাগেশ্বর, জঙ্গলে বনজ সম্পদ সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগে এই দেবতাকে স্মরণ করে কিন্তু হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকার ফলে বর্তমানে কোড়ারা শিব মনসা শীতলা কালি প্রভৃতি দেবদেবীকে গ্রহণ করেছেন।[৩৯] অন্যদিকে উপনিবেশিক সময় পর্ব থেকে ক্রমশ বন ক্ষয়ের ফলে বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও শিকারের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে পড়েছে ফলে বন জঙ্গলের উপর গুরুত্ব অনেকাংশে কমে গেছে এবং স্বাভাবিক কারণেই উক্ত দেবদেবীরগুলির সামাজিক তাৎপর্য নষ্ট হয়েছে।[৪০] সর্বোপরি এই পরিবর্তনগুলো একদিকে যেমন তাদের আধুনিক মূল স্রোত সমাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে অপরদিকে কোড়াদের প্রতি মূল স্রোত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা অবহেলিত যার ফলে তারা সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে এখনো নিপীড়িত। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে কবি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' সেই বিখ্যাত উক্তি "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান; অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান"।[৪১] এদেরকে অবহেলিত বা পেছনে করে নয় সকলকে নিয়েই এই সমাজ এবং সবার উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উন্নতি হবে।

এই ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের বসবাসকারী কোড়া জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হল। অতএব আলোচনা পরিশেষে এই মন্তব্য করা যায় যে, i) কোড়া জনজাতি এই অঞ্চলের একটি আদিম বসবাসকারী জনজাতি যারা সুদীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে এখানে বসবাস করে আসছে। ii) জাতিগত শ্রেণিবিন্যাসের দিক থেকে এই জনজাতি আদি অস্ত্রাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। iii) দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই জনজাতির জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাত ও পরিবর্তন এসেছেফলে তারা ক্রমশ সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়ছে তবে সেই পরিবর্তন তাদের জীবনে লক্ষণীয় সুফল নিয়ে আসেনি। তারা ক্রমশ আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক থেকেও তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে এবং বর্তমান বিশ্বায়ন ও আধুনিকতা তাদের জীবনকে আরো সংকুচিত করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র :

১। দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি, *ভারত ইতিহাস চর্চার ভূমিকা* , (অনুবাদ : গৌতম মিত্র), কলকাতা, কে. পি. বাগচী এন্ড কোম্পানি, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০১৩, পৃষ্ঠা ২৩।

২। Statistical profile of Schedule Tribes in India 2013, Government of India, New Delhi, Ministry of Tribal Affairs, 2013, P. 2.
৩। Ministry of Tribal Affairs, Report of the high level committee on socio-economic, health and educational statistics of tribal communities of India, New Delhi, Government of India, 2014, P. 705.
৪। Sanjukta Das Gupta, Adivasis and the Raj : Socio economic Transition of the Hos , 1820-1932, New Delhi, Orient BlackSwan, Reprinted 2013, P. 7.
৫। Census of 2011 , Government of India , Retrieved from www.censusindia.gov.in , Accessed on 20/09/2020 .
৬। Census of 2011 , Government of India, Retrieved fromwww.censusindia.gov.in , Accessed on 20/09/2020 .
৭। তরুণ দেব ভট্টাচার্য, *বাঁকুড়া*, কলকাতা, ফার্মাকে এল, পৃষ্ঠা ২৩২।
৮। ব্যক্তিগত সংগ্রহ, আদিবাসী কড়া ছড়া-কবিতা, বিশ্বনাথ মুদি, অভয়নগর, পশ্চিম মেদিনীপুর, সংগ্রহেরতারিখ ২০/০৮/২০২০।
৯। Suchibrata Sen, *The Santhals of Jungle- Mahals _ Through the Ages* , Kolkata, Ashadeep, June 2013, P. 46.
১০। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: প্রধান- মুদি, পেশা- শিক্ষকতা, গ্রাম- ধূলাতাপি, জেলা- বাঁকুড়া, সাক্ষাৎকারের তারিখ- ১০/০৮/২০২০।
১১। B.S. Guha, Racial Classification of Indian Tribes (1931), Retrieved from cmc.gcg11.ac.in / article pdf on 20/10/2020.
১২। Sarat Chandra Roy, *The Oraons of Chhotonagpur*, Ranchi, P. 10.
১৩। অতুল সুর, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলকাতা, সাহিত্য লোক, চতুর্থ সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা ২০২ ।
১৪। Herbert Risley, *Tribes and castes of Bengal*, Calcutta, Bengal Secretariat Press, P. 506-507.
১৫। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব*), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩১-৩২।
১৬। L.P. Vidyarthi and Binay Kumar Rai, *The Tribal Culture of India*, New Delhi, Concept publishing company, second Edition 1985, P. 68.
১৭। Ashok Kumar Jana, *Ethnohistory of the koras of West Bengal*, Calcutta University, Department of Anthropology, 1992, Retrieved from Shodhganga.inflibnet.ac.in , http:// hdl.handle.net/10603/161945 , Accessed on 15/06/2020.
১৮। দুঃখ ভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঁকুড়া জেলার জাতি ও উপজাতি*, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৭১-৭২ ।
১৯। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১২৩।
২০। জয়ন্ত কুমার নন্দী, *মনোভূমি বাঁকুড়া (রাঢ় ভূমির গঠন -একটা ইতিহাস)*, বাঁকুড়া, চতুর্থ বর্ষ - ১ম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, পৃষ্ঠা ৪।
২১। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, *রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, নবদ্বীপ- নদীয়া, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৬৩।
২২। পরেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, *প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১০।
২৩। Rupendra Kumar Chatterjee, *Early history and culture of Bankura – An Archaeological Study*, Department of History, The University of Burdwan, 1989, Retrieved from shodh gangahttp://hdl.handle.net/10603/68635 , Accessed on 25/08/2020.
২৪। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী , *রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, নবদ্বীপ- নদীয়া, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৭২।
২৫। অমিয় পাত্র (মুখ্য উপদেষ্টা), *বাঁকুড়াপরিচয়* : প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড – রাঢ় মন্ডলের নরগোষ্ঠী, কলকাতা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০১২, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।
২৬। শৈলেন দাস, *বাঁকুড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিবর্তন*, বাঁকুড়া, ১৮৯৮, পৃষ্ঠা ৬৩।
২৭। অমিয় পাত্র(মুখ্য উপদেষ্টা), *বাঁকুড়া পরিচয় - বাঁকুড়ার আদিম জনজাতি*, ঐ, পৃষ্ঠা ১৬৯।

২৮। Herbert Risley, *Tribes and castes of Bengal*, Calcutta, Bengal Secretariat Press, P.508.
২৯। রথীন্দ্র মোহন চৌধুরী, *বাঁকুড়া জলের ইতিহাস সংস্কৃতি,* বাঁকুড়া, পশ্চিম রাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০১৬ , পৃষ্ঠা ১৯।
৩০। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ* (দুই খণ্ড), কলকাতা, সুবর্ণরেখা, পৃষ্ঠা ২৩৩।
৩১। Nirmal Kumar Mahato, *Sorrow Song of Woods – Adivasi- Nature Relationship in the Anthropocene in Manbhum,* Delhi, Primus Books, 2020, P. 152-153.
৩২। তরুণ দেব ভট্টাচার্য, *বাঁকুড়া,* কলকাতা, ফার্মা কে এল, পৃষ্ঠা ২৯৩।
৩৩। H. Coupland, *Manbhum : Bengal District Gazetteer*, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1911, P. 180.
৩৪। Nirmal Kumar Mahato, *Sorrow Song of Woods – Adivasi- Nature Relationship in the Anthropocene in Manbhum* , Delhi, Primus Books, 2020, P. 161.
৩৫। Census of 2001, Government of India , Retrieved from Censusindia.gov.in , Accessed on 15/09/2020.
৩৬। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, ঐ, পৃষ্ঠা ২৩৯ ।
৩৭। Dev Nathan and Govind Kelkar, *Civilisational Change – Markets and Privatisation among Indigenous Peoples* , Economic and Political weekly 38 (20), 17 May 2003.
৩৮। ক্ষেত্র সমীক্ষা, গ্রাম-ধূলাতাপি, জেলা-বাঁকুড়া, সমীক্ষা তারিখ ১২/১২/২০২০।
৩৯। সুবীর মন্ডল , *দক্ষিণ বাঁকুড়ার লোক জীবন ও সংস্কৃতি,* কলকাতা, লোক , ফেব্রুয়ারী ২০১৪ , পৃষ্ঠা ৮৪।
৪০। ক্ষেত্র সমীক্ষাথেকে প্রাপ্ত তথ্য, গ্রাম-ধূলাতাপি , জেলা-বাঁকুড়া , সমীক্ষা তারিখ ১২/১২/২০২০।
৪১। উদ্ধৃতি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাঞ্জলি ১০৮: হে মোর দুর্ভাগা দেশ,* Retrieved from animika.wordpress.com , Accessed on 13/10/2020.